জয় বাংলা

আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান

জয় বঙ্গবন্ধু

আধুনিক বাংলাদেশ রূপকার
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা
জননেত্রী শেখ হাসিনা'র

৭৫তম জন্মদিন

'অগ্নিস্নানে শুচি হয়ে বারবার আসো
তুমি ভূমিকন্যা'–
তোমারই হোক জয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।
১৩ আশ্বিন ১৪২৮
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

বাণী

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৫তম জন্মদিনে তাঁকে জানাই প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন।

১৯৪৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর দেশের এক ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক পরিবারে শেখ হাসিনার জন্ম। শৈশব থেকেই তিনি দেখেছেন তাঁর পিতা বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব, সংগ্রামী জীবন এবং দেশ ও গণমানুষের রাজনীতি। যুক্ত হয়েছেন ছাত্রলীগের রাজনীতিতে। সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলনসহ বাঙালির অধিকার আদায়ের সকল লড়াই-সংগ্রামে।

জাতির পিতার কন্যা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর চলার পথ কখনো কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কালরাতে তাঁর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হন। শহিদ হন মা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, ভাই শেখ কামাল, শেখ জামাল, শিশু শেখ রাসেলসহ অনেক আপনজন। শেখ হাসিনা ও তাঁর বোন শেখ রেহানা তৎকালীন পশ্চিম জার্মানিতে অবস্থান করায় প্রাণে বেঁচে যান। মা, বাবা, ভাইসহ আপনজনদের হারানোর বেদনা বুকে ধারণ করে তাদের পরবর্তী ছয় বছর লন্ডন ও দিল্লিতে চরম প্রতিকূল পরিবেশে নির্বাসিত জীবন কাটাতে হয়। ২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে গ্রেনেড হামলাসহ বহুবার তাঁর উপর হামলা হয়েছে। মহান আল্লাহর অশেষ রহমতই প্রতিবার তাঁকে এসব বিপদ থেকে রক্ষা করেছে।

১৯৮১ সালে ১৪-১৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জাতীয় কাউন্সিল অধিবেশনে তাঁকে সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে স্বজন হারানোর বেদনা বুকে নিয়ে ১৯৮১ সালের ১৭ই মে তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় '৯০ এর গণআন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরাচারের পতন হয়, বিজয় হয় গণতন্ত্রের।

১৯৯৬ সালের ১২ জুন সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করে এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। এ সময় ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তিচুক্তি এবং প্রতিবেশী ভারতের সাথে গঙ্গা পানিবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০০৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বর নবম, ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারি দশম এবং ২০১৮ সালের ৩০শে ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার টানা তিনবার ক্ষমতায় আসে। এসময় বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের রায় কার্যকরসহ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্যক্রম শুরু ও রায়ের বাস্তবায়ন, সমুদ্রে বাংলাদেশের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা, ভারতের সাথে দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত স্থল সীমানা নির্ধারণ তথা ছিটমহল বিনিময় চুক্তি সম্পাদিত হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হয়েছে। পদ্মা সেতু, কর্ণফুলী টানেল, মেট্রোরেলসহ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মতো বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত ও নির্যাতিত লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে দেশে আশ্রয় দিয়ে তিনি বিশ্বমানবতার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এ জন্য তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে 'মাদার অব হিউম্যানিটি' অভিধায় ভূষিত হয়েছেন। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলা, তথ্যপ্রযুক্তি, নারীর ক্ষমতায়নসহ দারিদ্র্যবিমোচনে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি দেশি-বিদেশি অনেক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন এবং দেশের জন্য বয়ে এনেছেন বিরল সম্মান। দেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করতে তিনি রূপকল্প 'ভিশন ২০২১' এর সফল বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় 'ভিশন ২০৪১' কর্মসূচিসহ বাংলাদেশ ব-দ্বীপ মহাপরিকল্পনা (ডেল্টা প্লান ২১০০) গ্রহণ করেছেন।

করোনাভাইরাস মহামারি গোটা বিশ্বকে এক চরম অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়েছে। মহামারি করোনার প্রভাবে গোটা বিশ্বের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়লেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়োচিত ও সাহসী পদক্ষেপের ফলে সরকার করোনার প্রভাব মোকাবিলা করে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। অর্থনীতির চাকাকে সচল ও ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখতে সরকার প্রায় ১ লাখ ৩২ হাজার কোটি টাকার ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন প্রদানেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল নাগরিককে ভ্যাকসিনের আওতায় আনার কার্যক্রম চলছে। করোনা মহামারির সফল মোকাবিলা, অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন ও জীবনমান সচল রাখার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ সংস্থা ব্লুমবার্গ প্রণীত 'কোভিড-১৯ সহনশীল র‍্যাংকিং'-এ বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষ এবং বিশ্বে ২০তম স্থান অর্জন করেছে। এর মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্ব, সঠিক সিদ্ধান্ত ও অদম্য সাহসিকতায় বাংলাদেশ করোনা পরিস্থিতি সাফল্যের সাথে মোকাবিলা করে যাচ্ছে।

জাতি হিসেবে আমরা এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত অতিক্রম করছি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর সোপান বেয়ে আমরা পৌঁছে গিয়েছি স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর স্বর্ণতোরণে। করোনার অব্যাহত চোখ রাঙানিকে অগ্রাহ্য করে জাতি সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করছে মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। আমরা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত ভাগ্যবান। জাতির পিতা আমৃত্যু যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখে গেছেন, তাঁর কন্যার সুদক্ষ হাতেই সেই স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ স্বচক্ষে দেখে যাওয়ার এবং তার অংশীদার হওয়ার বিরল সুযোগ আমরা পেয়েছি।

শেখ হাসিনা তাঁর পিতার মতোই গণমানুষের নেতা। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, গতিশীল নেতৃত্ব, মানবিক মূল্যবোধ দিয়ে শুধু দেশেই নন, বহির্বিশ্বেও তিনি অন্যতম সেরা রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জাতির পিতার আদর্শকে বুকে ধারণ করে তাঁর নেতৃত্বে আজ বাঙালি জাতি এগিয়ে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধুর আজীবন লালিত স্বপ্ন সুখী-সমৃদ্ধ 'সোনার বাংলা' গড়ার পথে।

আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু, সুখ-সমৃদ্ধি ও অব্যাহত কল্যাণ কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

সোনার বাংলার মেয়ে শেখ হাসিনা

রফিকুল ইসলাম

আমাদের প্রিয়নেত্রী শেখ হাসিনা আজ পঁচাত্তরতম জন্মদিনে পদার্পণ করলেন। তাঁকে অভিনন্দন! তাঁর জন্ম ১৯৪৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর অর্থাৎ দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরে। পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি স্বাধীন দেশের আনন্দ উপভোগ করতে পারেননি। পাকিস্তান ছিল আমাদের জন্য আর এক পরাধীনতা। জন্ম থেকেই যদি একজন শিশুকে এই শিক্ষা দেওয়া হতে থাকে যে 'তোমার বর্ণমালা বাংলা নয় বরং উর্দু' তাহলে সেই শিশুর মানসিক বিকাশ কি হতে পারে? হাসিনা এই সংঘাত পেরিয়ে বাংলাকে আপন ভাষারূপে ভালোবেসে গড়ে উঠেছেন। শেখ হাসিনার স্কুল ও কলেজ জীবন কেটেছে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতায়। পিতা শেখ মুজিব পাকিস্তানি আধিকারিক দেশ বিরোধীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জেল-জুলুম খেটে তাঁর ছাত্রজীবন অতিবাহিত করেছিলেন কিন্তু তিনি তাঁর ছাত্রজীবন ধরে রাখতে পারেননি, তা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল ফলে শুরু হয়ে যায় তাঁর পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক জীবন। হাসিনা তাঁর ছাত্রজীবনে পিতার কাছ থেকে এই শিক্ষা পেয়েছিলেন। তিনি শৈশবে ভাষা আন্দোলন দেখেছেন, '৫৪র সাধারণ নির্বাচন প্রত্যক্ষ করেছেন, বাবাকে মন্ত্রী হতে দেখেছেন এবং মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করতেও দেখেছেন। তিনি পাকিস্তানের সামরিক শাসনের অভ্যুত্থান লক্ষ করেছেন। দেখেছেন সেই শাসনে তাঁর পিতার বন্দিদশা।

১৯৬৫ সালে পাক ভারত যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের অসহায় অবস্থা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। শেখ সাহেব যখন এই অবস্থার অবসানের জন্য ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন, পাকিস্তানি শাসকদের এক নম্বর দুশমনে পরিণত হন এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় এক নম্বর আসামিরূপে বিচারাধীন, তখন হাসিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অনার্সের ছাত্রী। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নিয়ে যখন দেশব্যাপী প্রচণ্ড গণ-আন্দোলন গড়ে ওঠে তখন শেখ হাসিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগরতলা আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী। ইতোমধ্যে তিনি ছাত্রী অবস্থাতেই সংসারী হন, ছাত্রী জীবনও চলতে থাকে কিন্তু ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় যখন বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানে কারাগারে বন্দি তখন শেখ হাসিনা ঢাকায় বন্দিদশাতেই লাভ করলেন তাঁর প্রথম সন্তান 'জয়'কে। মুক্তিযুদ্ধের পর তিনি সংসার ও ছাত্রীজীবন এক সঙ্গে চালাতে লাগলেন। কিন্তু এই সময় ১৯৭৫ সালে তিনি এবং রেহানা এম.এ ওয়াজেদ মিয়ার সঙ্গে জার্মানিতে বেড়াতে গিয়ে তাঁদের জীবনের সবচেয়ে বড়ো ট্র্যাজেডির সম্মুখীন হলেন। দেশে বাবা-মা-ভাইদের এবং দু'জন ভ্রাতৃবধূদের হারালেন পাকিস্তানের দালাল বাংলাদেশি ঘাতকদের হাতে। শুরু হলো হাসিনা ও রেহানার নির্বাসন জীবন। এইভাবে চললো কয়েক বছর।

ইতোমধ্যে দেশে সামরিক শাসন আমলে দেখা দিলো আওয়ামী লীগের মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলা। উপায়ান্তর না দেখে আওয়ামী লীগ নেতারা দিল্লিতে নির্বাসনরত শেখ হাসিনার শরণাপন্ন হলেন এবং দেশে ফিরে আসার অনুরোধ জানান। শেখ হাসিনা তখনও আওয়ামী লীগ করেননি বা দলের নেতৃত্ব দেননি, তবুও তিনি ওদের ফেরাতে পারলেন না। তাই দেশে ফিরে এলেন। ফিরে এসে প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলে নিয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। শুরু হলো তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও হত্যার পরিকল্পনা। কিন্তু তিনি দমে গেলেন না। সামরিক ও পাকিস্তানি চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। নিজ দলকে এক সূত্রে আবদ্ধ করলেন কিন্তু তাঁকে সরিয়ে দেবার চক্রান্ত থেমে থাকলো না। একুশে আগস্ট তার চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটলো। হাসিনা বেঁচে গেলেন কিন্তু আইভি রহমানকে জীবন দিতে হলো। শত পাকিস্তানি চক্রান্ত সত্ত্বেও হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে ক্ষমতা দখল করলো যা ছিল একান্তভাবে হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বের ফলে বাংলাদেশ আবার বাংলাদেশে পরিণত হলো; কিন্তু পরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে জোর করে হারানো হলো। তারপর চললো আন্তর্জাতিক চক্রান্ত যাতে আওয়ামী লীগ আর কোনোদিন ক্ষমতায় আসতে না পারে; কিন্তু শত্রুপক্ষের সমস্ত চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিয়ে আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় ফিরে এলো। শুরু হলো বাংলাদেশের নবযাত্রা। বাংলাদেশ অগ্রগতির পথে এগিয়ে চললো। শত ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে রুখতে পারলো না। শেখ হাসিনার ব্যক্তিত্বে বাংলাদেশ এমনভাবে এগিয়ে চললো যা বাংলাদেশের মানুষ স্বপ্নেও কল্পনা করেনি– শেখ হাসিনার নব নব উদ্ভাবনীশক্তি বাংলাদেশে অগ্রগতির নব নব পথ উন্মুক্ত করতে লাগলো।

একুশ শতকের বিশ্বে শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশে অগ্রযাত্রা এ বাস্তবে কী বিস্ময়কর! আর এটা সম্ভবপর হয়েছে শেখ হাসিনার উদ্ভাবনী শক্তির এবং সাহসী মনোবলের জন্যে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বের বিকাশ শত প্রতিকূলতার মধ্যে বাংলাদেশকে ভালোবেসে। শেখ হাসিনা যদি একজন যথার্থ দেশপ্রেমিক না হতেন তাহলে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন না, বাংলাদেশ যেই তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থাকতো; কিন্তু বাংলাদেশ আজ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এক নূতন পথের যাত্রী। এটা সম্ভবপর হয়েছে শেখ হাসিনার অপরিসীম দেশপ্রেম এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে অভূতপূর্ব মনোবলের জন্য। আমরা তাঁর দীর্ঘ ফলপ্রসূ জীবন কামনা করি।

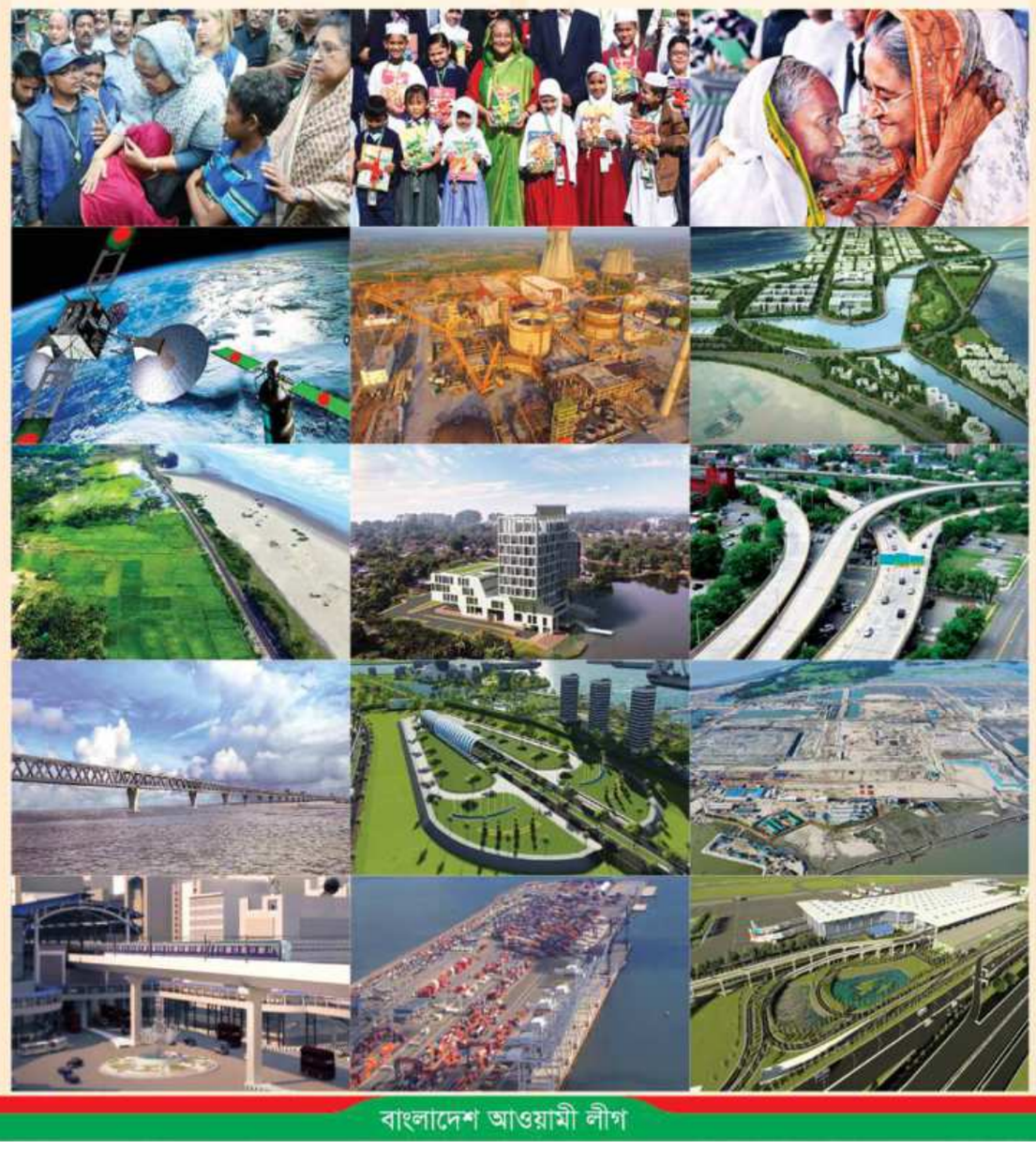

ওবায়দুল কাদের এমপি
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

সাধারণ সম্পাদকের কথা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৫তম শুভ জন্মদিনে প্রাণঢালা অভিনন্দন। ১৯৪৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জ্যেষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনা পিতা-মাতার জন্মগ্রাম টুঙ্গিপাড়ায় আশ্বিনের এক সোনালি রোদ্দুর ছড়ানো দুপুরে জন্মগ্রহণ করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে বিশ্ব দরবারে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলার যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবায়িত হয়েছে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার হাত ধরে ডিজিটাল বাংলাদেশের মাধ্যমে। তাঁর সুদক্ষ রাষ্ট্রপরিচালনায় সুশাসন, স্থিতিশীল অর্থনীতি, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, উন্নয়নে গতিশীলতা, শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, কর্মসংস্থান, বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, খাদ্য নিরাপত্তা, নারীর ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এসেছে সাফল্য।

দেশরত্ন শেখ হাসিনার পরিচালিত সরকার জনকল্যাণমুখী ও সুসমন্বিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে একটি সুখী, সমৃদ্ধ, সমতা ও ন্যায়বিচারভিত্তিক গণতান্ত্রিক দেশ বিনির্মাণের পথে জাতিকে অগ্রসরমান রেখেছে। নিজস্ব অর্থ ও জনগণের অংশগ্রহণে পদ্মা সেতুসহ দেশের বৃহৎ স্থাপনাগুলো– রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্প, কর্ণফুলী টানেল, পায়রা বন্দর, মেট্রোরেল, মাতারবাড়ি পাওয়ার প্লান্ট, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ইত্যাদি দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হওয়ার পথে।

বঙ্গবন্ধুর ঘৃণ্য হত্যাকারী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আওতায় এনে শাস্তির বিধান করে জাতির কলঙ্ক মোচন সম্ভব হয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সম্মানিত সভাপতি শেখ হাসিনার রাষ্ট্রনায়কোচিত মুক্তিযুদ্ধের-চেতনাদৃপ্ত সাহসী ভূমিকার কারণে। কেবল জল-স্থল নয় অন্তরিক্ষেও আজ আমাদের গৌরবময় বিচরণ। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে মহাকাশেও এক টুকরো বাংলাদেশ স্থাপন করে তিনি আমাদের স্বপ্ন ও আত্মবিশ্বাসকে গগনচুম্বী করেছেন। আজ দেশ ও পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষের আশা-ভরসার স্থল 'মাদার অব হিউম্যানিটি' শেখ হাসিনা।

বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম প্রাজ্ঞ রাজনীতিক ও সফল রাষ্ট্রনায়ক জননেত্রী শেখ হাসিনা বহু বন্ধুর পথ অতিক্রম করে, নানা চড়াই-উতরাই পার হয়ে স্রোতের উজানে নৌকা ভাসিয়েছিলেন। এই এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়দীপ্ত সংগ্রামে একের সঙ্গে বেঁধেছেন বহুকে। দেশরত্ন শেখ হাসিনা এখন একটি প্রত্যয়ের নাম। লক্ষ্য অর্জনের পথে আমরা ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছি। এক সময় যে দেশকে একটি বোঝা হিসেবে মনে করা হতো, সে দেশ এখন উন্নয়নের মডেল। বিশ্বব্যাংকের মিথ্যে অভিযোগ ও হুমকি অগ্রাহ্য করে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের মধ্য দিয়ে আত্মশক্তিতে বলিয়ান জননেত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় সিদ্ধান্ত জাতি হিসেবে বাঙালিদের সম্মান ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতেও আমাদের অর্জন কম নয়। এই করোনা সংকটকালেও উন্নয়নের অব্যাহত ধারায় প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আমাদের অর্জন ইতিবাচক। আন্তর্জাতিক সমীক্ষাগুলোতে এই তথ্যগুলো প্রশংসার সঙ্গে উল্লেখিত হচ্ছে। এ সকল অর্জন সম্ভব হয়েছে শেখ হাসিনার অসাধারণ দেশপ্রেম ও কর্মনিষ্ঠার জন্য। স্বল্প-সামর্থ্য নিয়ে যে বিপুল রোহিঙ্গা শরণার্থীকে বাংলাদেশ আশ্রয় দিয়েছে, সেটিও শেখ হাসিনার মানবিক বোধের পরিচায়ক। একজন লেখক-সম্পাদক হিসেবেও তিনি দেশে ও বিদেশে সমাদৃত হয়েছেন। সরল ও অনাড়ম্বর জীবন, উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তাঁর যে ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছে– তা অনুকরণীয় ও শ্রদ্ধার। পৃথিবীর নানা দেশ ও প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি যে সম্মান অর্জন করেছেন, তার আলোয় আমরাও আলোকিত হয়েছি, যা আমাদের দেশের সম্মান বৃদ্ধি করেছে।

আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমিসহ প্রায় সমগ্র পৃথিবী আজ করোনা মহামারির করালগ্রাসে বিপন্ন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিচক্ষণ, মানবিক নেতৃত্বে সমগ্র দেশবাসীকে সঙ্গে নিয়ে আমরা এই সংকট মোকাবিলা করছি। সরকার ও দলের সকল স্তরের নেতাকর্মী সর্বোপরি সর্বস্তরের জনগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ইনশাল্লাহ্ আমরা পরিত্রাণ পাবো।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার শুভ জন্মদিনে তাঁর সুদীর্ঘ সুস্থ জীবন ও কল্যাণ কামনা করি।

ওবায়দুল কাদের এমপি

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।